



21608 - বদিয়ালয়ে ময়ে ক্লাশমটেরে সাথে ছলে ক্লাশমটেরে করমর্দনেরে বধিান

প্রশ্ন

কোন ছাত্রেরে জন্ম তার ময়ে ক্লাশমটেরে সাথে করমর্দনেরে বধিান কি; যদি স ক্লাশমটেে সালাম করারে জন্ম হাত বাড়িয়ে দিয়ে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ময়েদেরে সাথে একত্রে একই স্থানে, কথিা একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, কথিা একই বেঞ্চেতে সহশিক্ষা নাজায়ে। এটি ফতেনার তথা নৈতিক পদস্থলনেরে সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ ফতেনার কারণে কোন ছলে কথিা ময়েরে জন্ম এ ধরনের সহশিক্ষা জায়ে নই। কোন মুসলমানেরে জন্ম বগোনা নারীর সাথে করমর্দন করা হারাম; এমনকি স নারী যদি হাত বাড়িয়ে দিয়ে তবুও। বরং স নারীকে বলতে হবে, বগোনা পুরুষেরে সাথে করমর্দন জায়ে নয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি নারীদেরে বাইআত গ্রহণকালে বলছেলিনে: “আমি নারীদেরে সাথে মুসাফাহা করি না”। এবং আয়শো (রাঃ) থেকেও সাব্যস্ত হয়ছে যে, তিনি বলেন: “আল্লাহর শপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে হাত কখনো কোন নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি। তিনি কথার মাধ্যমে নারীদেরকে বাইআত করাতনে”। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অবশ্যই তোমাদেরে জন্ম রয়ছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, ঐ ব্যক্তিরে জন্ম যে প্রত্যাশা করে আল্লাহকে ও শেষে দবিসকে এবং আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে” [সূরা আহযাব, আয়াত: ২১] আর যহেতে গাইরে মোহরমে নারীদেরে সাথে করমর্দন করা উভয় পক্ষেরে জন্ম ফতেনার মাধ্যম। তাই এটি বর্জন করা ফরজ।

কিন্তু শরয়িতসম্মত সালাম দয়ো যতে পারে। যে সালামে ফতেনার গন্ধ থাকবে না, মুসাফাহা করবে না, কোন সন্দহেরে উদ্রকে করবে না, কণ্ঠস্বর কটমল করবে না, হযিব পরা থাকবে এবং নভিত্তে হবে না। এ ধরনের সালামে কোন অসুবিধা নই। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে নবী পত্নগিণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তোমরা অন্য নারীদেরে মত নও। সুতরাং পর-পুরুষেরে সাথে কটমল কণ্ঠে কথা বলো না; এতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা স্বাভাবিক কথা বল।” [সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২] যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় নারীরা তাঁকে সালাম দতি এবং কোন কিছু জানার থাকলে সে বিষয়ে ফতয়ো জিজ্ঞেসে করত। এভাবে নারীরা কোন কিছু জানার থাকলে সাহাবায়েরে নকিটও ফতয়ো জিজ্ঞেসে করত।



পক্ষান্তরে নারীদের সাথে নারীদের, কংবা মহেহরমে নারীদের সাথে পুরুষদের যমেন- পতি, ভাই, চাচা প্রমুখরে সাথে মুসাফাহা করতে কোন বাধা নহে।